প্রথম আলো

তারিখ 6 SEP 2012
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ৪

মাঠ-তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাঠ-তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের পরামর্শ দিলেন শিক্ষাবিদ ও গবেষকসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। গতকাল বুধবার মহাখালীর 'ব্র্যাক সেন্টারে 'বাজেট এবং শিক্ষায় অর্থায়ন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তাঁরা এ অভিমত দেন।

সভায় অংশগ্রহণকারী উন্নয়নকর্মী ও অন্য বিশিষ্টজনেরা শিক্ষা খাতের উন্নয়নে গবেষণা, পিছিয়ে পড়া এলাকার শিশুদের অগ্রাধিকার দেওয়া, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ অবহেলিত খাতগুলোতে বাজেট বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ ও ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিকস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনায় মাঠের চিত্র প্রতিফলিত হয় না। এ কারণে শিক্ষার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। গুণগত মান নিশ্চিত করতে মাঠ-তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় খাতগুলোতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। আর প্রয়োজনীয় খাত চিহ্নিত করতে দরকার ব্যাপক গবেষণা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর শৈশবকালীন যত্নে বাজেট বাড়ানোর তাগিদ দেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো আনোয়ারা বেগম।

সেভ দ্য চিল্ড্রেনের পরামর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও এর জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করা হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য দেওয়া বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সঙ্গে সমন্বয় হয় না। এ বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া উচিত।

সভায় আরও বক্তব্য দেন শিক্ষাবিষয়ক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাইট বাংলাদেশের চেয়ারম্যান তাকু ফুরুকাওয়া, ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা আকতার, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের পলিসি প্রোগ্রাম ক্যাম্পেইন বিভাগের পরিচালক আসগর আলী সাবরী, ডি-নেটের নির্বাহী পরিচালক অনন্য রায়হান প্রমুখ।